বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের উদ্ভাবনী ধারণা/উদ্যোগ ২০২০-২০২১ এর তালিকা

ক্রমিক	সেবার ধরন	ইনোভেশ আইডিয়া	মন্তব্য/প্রক্রিয়া/পরিপ্রেক্ষিত/ফলাফল
১.	অভ্যন্তরীণ সেবা	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সাধারণ স্টোর থেকে উত্তোলিত মালামালের (ফেরতযোগ্য) হিসাব সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন।	এই সিস্টেমের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের চাকরিকালীন দাপ্তরিক প্রয়োজনে সাধারণ স্টোর থেকে উত্তোলিত যাবতীয় আসবাবপত্র/সরঞ্জাম ইত্যাদির তালিকা সংরক্ষিত হবে যাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ফেরতযোগ্য মালামালের তত্ত্বাবধান করতে পারেন। এবং পরিসংখ্যানগত ও অবস্থানগত তথ্য সম্পর্কে পূর্বেই ব্যবস্থা নিতে পারবেন। যাতে অবসরকালীন সময়ে কোনো প্রকার সমস্যার সৃষ্টি না হয়।অবসরত্তোর ছুটির পূর্বেই বিষয়টির সুরাহা সম্ভব হবে। অবসরত্তোর ছুটিকালীন সময়ে বারবার জাতীয় জাদুঘরে এসে আসবারপত্র/সরঞ্জাম খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন না হয়। ফলে সময় ও শ্রমলাঘব করা সম্ভব হবে। এটি একটি সফ্টওয়্যার সিস্টেম যা সার্ভারে সংস্থাপিত হবে। একাউন্টধারী সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী যার যার একাউন্টে প্রবেশ করে মালামালের হিসাব দেখতে পারবেন।
২.	নাগরিক সেবা	আহসান মঞ্জিল জাদুঘর ও স্বাধীনতা জাদুঘরে অনলাইন টিকেটিং ব্যবস্থা প্রবর্তন।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ন্যায় আহসান মঞ্জিল জাদুঘর ও স্বাধীনতা জাদুঘরে অনলাইন টিকেটিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব। এই ব্যবস্থায় জাতীয় জাদুঘরের টিকেটিং সিস্টেম এর সাথে উক্ত দু'টি জাদুঘরকে সংযুক্ত করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে জাতীয় জাদুঘরে যেভাবে অনলাইন টিকেট বিক্রয় হয়, সেভাবেই উক্ত জাদুঘর দু'টির টিকেট বিক্রয় করা সম্ভব হবে। কোভিড ১৯ কালীন সময়ে বিষয়টি অত্যন্ত উপযোগী হতে পারে। দর্শনগণ উক্ত জাদুঘর দু'টি অনলাইন টিকিটের মাধ্যম পরিদর্শন করতে পারবেন। এটি একটি সফ্টওয়্যার সিস্টেম। জাতীয় জাদুঘরের জন্য একই হিসাবে পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে অর্থজমা হবে। প্রতিটি জাদুঘরের জন্য স্বতন্ত্র রিপোর্ট করা সম্ভব হবে।

০৩.	অভ্যন্তরীণ সেবা	গবেষণা বৃত্তি/অনুদান	জাদুঘররের কিউরেটোরিয়াল বিভাগের জন্য বছরে ০১ (এক)টি গবেষণা বৃত্তি/অনুদান প্রদান করা যেতে পারে। আগ্রহী কর্মকর্তারা তাদের গবেষণা প্রস্তাবনা দাখিল করবেন। উক্ত প্রস্তাবনা কর্তৃপক্ষের যাচাই বাছাইয়ের পর তা মঞ্জুর হলে গবেষণা বৃত্তি/অনুদান বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। পরবতী নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উক্ত গবেষণা পত্র উপস্থাপন ও জাদুঘরের নিজস্ব জার্নালে প্রকাশ করা যেতে পারে।
০৪.		বইপুস্তক পাঠ	জাদুঘররের কিউরেটোরিয়াল বিভাগের প্রত্যেক কর্মকর্তা নির্দশনসংশ্লিষ্ট বইপুস্তক পাঠ করে তা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করতে পারেন। এতে সংশ্লিষ্ট নিদর্শন সম্পর্কে জ্ঞানগত জানাশোনা বৃদ্ধি পেতে পারে।
০৫.		নিদর্শনের দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণ	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ইনভেনটরি কক্ষে জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাকালীন সময় ১৯১৩ সন হতে সংগৃহীত নিদর্শনের দলিল দস্তাবেজ প্রায় শতবর্ষ সময়ের হওয়ায় দলিল দস্তাবেজগুলো স্ক্যানিং এর মাধ্যমে সংরক্ষণ করা। যাতে কিউরিটোরিয়াল বিভাগের কর্মকর্তাদের গবেষণার কাজে ও কর্তৃপক্ষের চাহিদামতো দ্রুত তথ্য প্রদর্শন করা ও স্থায়ীভাবে তথ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়।
০৬.	নাগরিক সেবা	নিদর্শন উপহারদাতাদের তালিকা হালনাগাদকরণ	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে নিদর্শন উপহারদাতাদের তালিকা হালনাগাদ করে ডাটাবেস তৈরি করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যেতে পারে। যাতে জনগণের মধ্যে নিদর্শন উপহার প্রদানে উৎসাহ সৃষ্টি হয়।
০৭		অডিও-ভিস্যুয়াল/ বিজ্ঞাপন তৈরিকরণ	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত বিশেষ কিছু নিদর্শন (যা দর্শক মনে কৌতূহল তৈরি করে) নিয়ে ১ মিনিট বা তারও স্বল্পসময়ের মধ্যে অডিও-ভিস্যুয়াল/বিজ্ঞাপন তৈরি করা যেতে পারে যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন- ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদিতে বিজ্ঞাপন হিসেবে প্রচার করা হবে।
০৮.		উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের পাশে ভয়েস ওভার সংস্থাপন	উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের পাশে ভয়েস ওভারের মাধ্যমে নিদর্শন সম্পর্কে বলা যেতে পারে । যা স্বল্পমূল্যে টিকেট ক্রয় করে বাটন টিপে শোনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যা একই সাথে শিশু , প্রতিবন্ধী এবং সাধারণ দর্শকের মাঝে কৌতূহল তৈরি করবে। যেমনঃ প্রাকৃতিক ইতিহাস গ্যালারিতে বিভিন্ন জীবজন্তুর পাশে ভয়েস ওভারের মাধ্যমে জীবজন্তুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করলে এটি শিশুদের মনে আনন্দ তৈরি করবে।

০৯.		মোবাইল অ্যাপ্স তৈরিকরণ	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর নিয়ে মোবাইল অ্যাপ্স তৈরি করা যেতে পারে।
১০.		3d effects সম্বলিত নতুন গ্যালারি স্থাপন	লাইট, সাউন্ড এবং ইন্টেরিওর ডিজাইনের মধ্যে সমন্বয় করে 3d effects সম্বলিত নতুন গ্যালারি স্থাপন করা যেতে পারে।
১১.		অনলাইনে লেখকদের নিকট থেকে পাণ্ডুলিপি আহ্বান	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রকাশনা শাখা থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা মুদ্রণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখকগণ জাতীয় জাদুঘর থেকে তাঁদের রচিত পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য মহাপরিচারক মহোদয়ের নিকট আবেদনসহ পাণ্ডুলিপি জমা দেন। এই পাণ্ডুলিপিগুলো জমা নেয়ার বিষয়টি সহজীকরণের জন্য ‘অনলাইনে লেখকদের নিকট থেকে পাণ্ডুলিপি জমা নেয়ার পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে।
১২.		শিশু দর্শনার্থীদের জন্য ইনডোর গেম/শিশু গ্যালারি স্থাপন	দর্শনার্থীদের সাথে আসা শিশুদের বিশেষ বিনোদনের জন্য ইনডোর গেম/শিশু গ্যালারি স্থাপন করা যেতে পারে। উক্ত গ্যালারিতে শিশুদের উপযোগী করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ রাসেল, মাননীয় প্রধানমন্ত্রিসহ অন্যান্য জাতীয় বীরদের পরিচিতি, জাতীয় ফুল, ফল, মাছ, শহীদ মিনার ইত্যাদি বিষয় রাখা যেতে পারে। এতে করে জাদুঘরে দর্শকসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

-----03112020-----